

অমৃতবাণী

খোদা তাঁ'লার সাহায্যেই
খোদা তাঁ'লাকে লাভ করা যায়
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম **পরাক্রমশালী**। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকেই দেন, যারা তাঁ'র ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম **যাহের**। যারা তাঁ'র তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁ'র প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁ'র গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজে থেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ বন্ধুর উপাসনা করে এবং তার সম্ভৃষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা তাঁ'র নিজের প্রতি এই পর্যায়ে আকর্ষণ করে যে, তার (উপাসনাকারীর) নিজ সত্তা মাঝখান হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁ'র সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারা বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁ'র সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁ'র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁ'র বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁ'র সাথে একান্তে স্বস্থি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন : **ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন**

অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁ'র উপাসনা করা ই **'বেলায়েত'** (বন্ধুত্ব)।

এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁ'র সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁ'র ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁ'র স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সম্ভৃষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্টি হতে হবে, যাতে তাঁ'র আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁ'র জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাশিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার। (হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)